অল্প-স্বল্প গল্প

কাইউম পারভেজ

।। স্তব্ধ আমি, শব্দে শব্দে ক্লান্ত ।।

অবশেষে ঈদ পার হলো সেই দুই দিনের ভাগাভাগি নিয়েই। চাঁদ দেখে ঈদ করা নইলে দিনপঞ্জীর হিসাব। তবে উইকএন্ডের কিনারে লেগে যাওয়াতে উভয় পক্ষই মোটামুটি স্বাচ্ছন্দে ঈদ উদযাপন করেছেন যদিও দেশের বন্যার কারণে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের কথা ভেবে আত্মীয় স্বজনদের কথা মনে করে অনেকেরই ঈদ তেমন আনন্দের হয়নি। মন বিষন্ন থেকেছে বাংলাদেশের কিংবদন্তি নায়করাজ রাজ্জাকের প্রয়াণেও। তেমনি সর্বজনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পী আব্দুল জব্বারের চলে যাওয়াটাও ব্যথিত করেছে তাঁর ভক্তদের। সব মিলিয়ে কেমন যেন একটা ঈদ।

এর চেয়েও বেশী খারাপ লেগেছে পত্রপত্রিকা আর ফেসবুকের পাতায় রোহিঙ্গাদের উপর অমানবিক হত্যা নির্যাতনের সব খবর আর ছবি দেখে। এসব দেখে চোখের সামনে যেন বারবার একাত্তর ফিরে এসেছে। সেই গণহত্যা, সেই জ্বালাও পোড়াও, উদ্বাস্তু, শরণার্থী, চোরাগুপ্ত যুদ্ধ সবই। শত শত যুগের এই রোহিঙ্গাদের সমস্যার কোন সুরাহা আজো হলো না।

রোহিঙ্গারা একসময়ে স্বাধীন সার্বভৌম রাজ্যের বাসিন্দা ছিল। ইতিহাসের বার্মা বর্তমান মিয়ানমারের পশ্চিমের রাখাইন রাজ্যের বাসিন্দা এই রোহিঙ্গারা। ওদের উপর হত্যা নিপীড়ন নির্যাতনের ইতিহাসটা হাজার খানেক বছর আগের। এক সময় মুঘলদের রাজত্ব ছিল এ ভূখন্ডে। তখন থেকেই ইসলামী প্রভাব এখানে। আর তখন থেকেই বৌদ্ধ মুসলমান রেষারেষি বিদ্যমান। পরবর্তীকালে ব্রিটিশদের দখলে চলে যায় মিয়ানমার।

১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি মিয়ানমার স্বাধীন হয় তখনো রোহিঙ্গাদের ভোটাধিকার ছিল, সংসদে প্রতিনিধিত্ব ছিল। ১৯৬২ সালে জেনারেল নে উইনের সামরিকজান্তা ক্ষমতা দখল করেন। এরপর থেকে রোহিঙ্গারা ভিন্নমাত্রার নিপীড়ন-নির্যাতনের শিকার হতে থাকে। সেই থেকে দীর্ঘ সামরিক শাসন চলছে, চলছে হত্যা নিপীড়ন বিতাড়ন, যদিও অং সাং সুচি-র নেতৃত্বে এখন এক ধরনের গণতান্ত্রিক প্রলেপ দেয়া হয়েছে। কিন্তু নিপীড়ন ধর্ষণ হত্যা উচ্ছেদ বন্ধ হয়নি। সামরিকজান্তা ক্ষমতা দখলের পর রোহিঙ্গাদের সেনাবাহিনী থেকে বহিষ্কার করে দেয়। ভোটাধিকার শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবার সব সুযোগ কেড়ে নেয়।

সামরিক বাহিনীর সে হত্যা-নিপীড়নের মুখে ১৯৭৭-৭৮ সালে দুই লাখের বেশি রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। ১৯৯১ সালে আশ্রয় নেয় আড়াই লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা। ২০১২, ২০১৪, ২০১৬ সালেও সামরিকজান্তা রোহিঙ্গা নিধন চালায়। এই সময়েও প্রায় দুই লাখ রোহিঙ্গা বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়। নির্বিচারে রোহিঙ্গা হত্যার কারণে সুচির তথাকথিত বেসামরিক সরকার আন্তর্জাতিক চাপে পড়ে। ফলে ২০১৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের সাবেক মহাসচিব কফি আনানের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠিত হয়। কমিটি বাংলাদেশ ও মিয়ানমার সফর করে রিপোর্ট দেয় চলতি বছরের ২৪ আগস্ট। সেদিনই আবার রোহিঙ্গা সন্ত্রাসীদের আক্রমণের অজুহাতে অভিযান শুরু করে সামরিক বাহিনী। এবার হাজার খানেক রোহিঙ্গা এ যজ্ঞের শিকার হয়েছেন। আর দলে দলে সব রোহিঙ্গা বাংলাদেশে প্রবেশ করছে। বাংলাদেশে প্রায় ৬ থেকে ৭ লাখ রোহিঙ্গা অবস্থান করছে। জাতিসংঘের হিসাবে গত দু সপ্তাহে দেড় লক্ষ রোহিঙ্গা প্রবেশ করেছে বাংলাদেশে।

বাংলাদেশের মত একটা ছোট দেশে যার নিজেরই লোক সংখ্যা ১৬ কোটি সেখানে এই অতিরিক্ত মানুষের চাপ, রাখাইনে বেসুমার গণহত্যা, ওদিকে বাংলাদেশের সাম্প্রতিক বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সব মিলিয়ে এক কঠিন পরিস্থিতির উদ্ভব। অথচ এ আন্তর্জাতিক সমস্যা নিয়ে বিশ্ব মোড়লরা স্পিকটি নট। যার যার স্বার্থের কারণে সব চুপটি

মেরে বসে আছে। মিয়ানমার সরকারের সবচেয়ে বড় শক্তির উৎস চীনের অব্যাহত সমর্থন। সে কারণে তারা বেপরোয়া। চীনের সমর্থনের কারণ বাণিজ্য। মিয়ানমারের বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদ, বিশেষ করে গ্যাস সম্পদ রয়েছে। মিয়ানমারের স্থল-সমুদ্র থেকে চীন গ্যাস উত্তোলন করছে এবং নিয়ে যাচ্ছে বহুকাল ধরেই। তেমনি ভারতের অবস্থান। গ্যাসসহ তাদের রয়েছে নানান বানিজ্য মিয়ানমারের সাথে। চীন নীরব থেকে মিয়ানমার সরকারকে সমর্থন করে যাচ্ছে। ভারত বর্তমান সংকটের শুরুতেই মিয়ানমার সরকারের পাশে থাকার ঘোষণা দিয়েছে। আমেরিকা বরাবরই সেখানকার সামরিক জান্তাদের প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে সমর্থন দিয়ে আসছে। আর ব্রিটিশরা ভাবছে বাইরের আগুন নিজের ঘরে এনে লাভ কি? ফলে জাতিসংঘও ধরি মাছ না ছুঁই পানির ভূমিকায়। অন্য কোথাও শান্তিরক্ষী বাহিনী পাঠাতে পারলেও মিয়ানমারে পাঠাতে পারছে না। কারণ বিশ্ব মোড়লরাই যার যার ধান্ধায় চুপ। কেবল তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোয়ান সরব হয়েছেন। আর বাকী মুসলিম উম্মার মুসলিমরা নিজেদের রাজতন্ত্র গোছাতে ব্যস্ত। মিসকিনদের জন্য দোয়া করা ছাড়া তাঁদের বোধ করি আর কিছুই করার নেই।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য কঠিন এক সময় এখন। শরণার্থী সামলাবেন না বাংলাদেশে প্রত্যন্ত পার্বত্য অঞ্চলে মিয়ানমার সেনাবাহিনী থেকে বিতাড়িত রোহিঙ্গাসহ উগ্রবাদী সংগঠনগুলো যারা বাংলাদেশ সীমান্তে অবস্থান করে মিয়ানমারের পুলিশ সৈন্যদের উপর অতর্কিত হামলা চালাচ্ছে তাদের সামলাবেন। 'রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশন' (আরএসও), 'আরাকান আর্মি' (এএ), 'আরাকান লিবারেশন পার্টি' (এএলপি), 'আরাকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মি' (এআরএসএ) যারা 'আরসা' নামে পরিচিত এরা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন সময়ে নিজেদের অবস্থানে থেকে মিয়ানমারের জান্তা সরকারের উপর হামলা চালাচ্ছে। গত ২৪ আগস্ট 'আরসা' এক যোগে ৩৪টি মিয়ানমার সামরিক চৌকিতে আক্রমণ করেছে। এতে 'আরসা'র কয়েক'শ সদস্য অংশ নিয়েছে। আক্রমণে ১২ জন সামরিক বাহিনীর সদস্য এবং ৮৭ জন আরসা সদস্য নিহত হয়েছে। তারপর থেকেই মিয়ানমার সামরিক বাহিনী শুরু করেছে সাম্প্রতিক কালের রোহিঙ্গা হত্যাযজ্ঞ।

আশির দশক থেকে রোহিঙ্গাদের দলে ভিড়িয়ে রাজনীতি করেছে বিএনপি-জামায়াত। আওয়ামী লীগও পিছিয়ে নেই। আওয়ামী লীগের স্থানীয় নেতারা রোহিঙ্গাদের ভোটার বানিয়ে 'ভোট ব্যাংক' তৈরি করেছেন। টাকার বিনিময়ে পাহাড়ে রোহিঙ্গাদের ঘর-বাড়ি তোলার সুযোগ করে দিয়েছে। পাসপোর্ট করে বিদেশে যাওয়ার ব্যবস্থা করেছে। ইয়াবা ব্যবসায় ব্যবহৃত হচ্ছে রোহিঙ্গারা। নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষায় এরা তৈরী হচ্ছে স্থানীয় সন্ত্রাসীতে। খুন রাহাজানি ছিনতাই ধর্ষণ থেকে শুরু করে সব সন্ত্রাসীকর্মে ওরা নিয়োজিত। ওদের সন্ত্রাস ক্রমশঃ পার্বত্য এলাকা ছাড়িয়ে সমতলে চলে যাচ্ছে। ঢাকা থেকে এখন প্রায় দেশের সর্বত্র। বাংলাদেশের পাসপোর্ট জোগাড় করে ওরা বিদেশে পাড়ি দিয়ে সেখানেও সন্ত্রাসে লিপ্ত। এ শহরের লাকম্বাতে অনেক অঘটনের নায়ক এরা।

২০১১ সনে সৌদীর মীনাতে মীনা বাজারে ঘুরছি। দোকানী বাংলায় কথা বলছে দেখে আগ্রহভরে কথা বলছিলাম ওদের সঙ্গে। এক পর্যায়ে এক বাঙালি ভাই চট্টগ্রামের ভাষায় বললেন - ওদের সাথে বেশী কথা বলার দরকার নেই। আপনাকে চিট করতে পারে। এরা সব রোহিঙ্গা। বাংলাদেশের পাসপোর্ট নিয়ে এখানে হজ্জের নামে এসে থেকে গেছে। সব রকমের অপকর্ম করে এরা আর ধরা পড়লে বদনাম হয় বাংলাদেশের। যেহেতু পাসপোর্ট বাংলাদেশের।

তো এই রোহিঙ্গা সমস্যার কী কোন সমাধান আছে? বাংলাদেশও বা কতদিন এ বোঝা বইবে তা মিলিয়ন ডলারের প্রশ্ন। শেখ হাসিনা কী ইন্দিরা গান্ধী হবেন? একাত্তরে ইন্দিরা গান্ধী যেমন করে আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের অবস্থা টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন যেমন করে শরণার্থীদের বিহিত করেছিলেন তেমন কী কিছু করতে পারবেন? যদিও প্রেক্ষাপট ভিন্ন তবুও একবারে যে অমিল তা কিন্তু নয়। রোহিঙ্গারা যে আমাদের গোদের উপর বিষ ফোঁড়া হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার উপর সবচে আতংকের ব্যাপারটি হচ্ছে রোহিঙ্গাদের বিপ্লবী সংগঠনগুলোর আকাঙ্খা হলো পার্বত্য তিন জেলা এবং আরাকান রাজ্য নিয়ে একটি পৃথক রাষ্ট্র গঠন করা। বাংলাদেশ সে ব্যাপারে কতটুকু প্রস্তুত সেটাও ভাববার বিষয়।

আর আমাদের অর্থাৎ প্রবাসীদের এক নতুন বিষফোঁড়া হয়েছে আবূ হাসান শাহরিয়ার। হ্যাঁ তিনি বাংলাদেশের একজন কবি শীর্ষস্থানীয় না হলেও নিজেকে তাই ভাবেন। চলনে বলনে একটা হামবড়া ভাব। তিনি সম্প্রতি প্রবাসীদের নিয়ে মন্তব্য করেছেন এই বলে যে প্রবাসীরা যদিও দেশে রেমিট্যান্সের বড়াই করে আদতে ওরা সব "জুতা পালিশ' করতে বিদেশে গেছে। এখানে জুতা পালিশ শব্দ দুটো রূপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আসলে তিনি বলার চেষ্টা করেছেন সব প্রবাসীরাই নিম্নশ্রেনীর কাজ করে আর তেনারা হলেন তথাকথিত 'এলিট"। ব্যাপারটা নিয়ে পত্র পত্রিকা ফেবুতে তোলপাড় চলছে। যাহোক আমরা প্রবাসী বলেই আমরা সব কাজকে সমান মর্যাদায় দেখি। কাজ কাজই আর সব কাজই শ্রমের তাই আমরা সবাই যার যার অবস্থানে শ্রমিক। কিন্তু ওই শ্রমের পয়সা থেকেই নিজেকে বাঁচাই পরিবার বাঁচাই, দেশের পরিবার বাঁচাই দেশকে বাঁচাই। এটা স্বতঃসিদ্ধ যে বাংলাদেশের জাতীয় বাজেট এখনো প্রবাসী রেমিটেন্সের উপর অনেকখানি নির্ভরশীল। আবূ হাসান শাহরিয়ার তাঁর মনের সীমিত গন্ডির মধ্যে থাকুন আমরা প্রবাসীরা প্রবাসের কোথাও এই তথাকথিত আঁতেলকে আমন্ত্রণ জানাবো না। আমাদের মঞ্চে তিনি নিষিদ্ধ।

সুমন চট্টপাধ্যায়ের গান 'মন খারাপ করা বিকেল মানেই মেঘ করেছে"। এইসব নানাবিধ মেঘে মনের বিকেলটাও গুমরে আছে। মনে মনে গেয়ে উঠি - এমন কিছু শব্দ দিতে পারো যাতে কোন শব্দ নেই, স্তব্ধ আমি, শব্দে শব্দে ক্লান্ত।